দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 05-DEC-2002
পৃঃ -৭ কলাম 2

ক্যাডেট কলেজে ইংরেজী মাধ্যম–শিক্ষায় সরকারীভাবে ত্রিমুখী ধারার স্বীকৃতি!

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ক্যাডেট কলেজে ইংরেজী মাধ্যম চালুর পর সাধারণ শিক্ষায় বিভাজন সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হবে। একই সিলেবাসে সাধারণ ছেলেমেয়েরা পড়বে বাংলা মাধ্যমে এবং ক্যাডেটের ছেলেমেয়েরা পড়বে ইংরেজী মাধ্যমে। এই পদক্ষেপের ফলে সরকারীভাবে শিক্ষার ত্রিমুখী ধারাকে স্বীকৃতি (২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ক্যাডেট কলেজে ইংরেজী

(প্রথম পাতার পর)

দেয়া হয়েছে। দেশের সকল শিক্ষা কমিশন বা কমিটির রিপোর্টে একমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হলেও এতদিন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগে ইংলিশ মিডিয়াম ধারা চলে আসছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই এতদিন ইংলিশ মিডিয়াম ধারার মাধ্যমে শিক্ষায় এলিট শ্রেণী তৈরি হচ্ছে। বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ক্যাডেট কলেজের মাধ্যমে এলিট শ্রেণী তৈরির যে ধারা ছিল তা শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী হওয়ায় আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

জানা যায়, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারীভাবে ত্রিমুখী ধারা দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এতদিন সাধারণ ও মাদ্রাসা ধারার সরকারী স্বীকৃতি ছিল। এর বাইরে কিছু কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-কলেজ গড়ে ওঠে। মূলত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে সমাজের বিত্তবান ও এলিট পরিবারের সন্তানরা পড়াশোনা করে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তের প্রবেশাধিকার নেই। দেশে ক্যাডেট কলেজগুলো সাধারণ শিক্ষার ধারা অনুসরণ করে এলিট শ্রেণী তৈরি করছিল। পাবলিক পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ক্যাডেটের শিক্ষার্থীরা একই ধারায় পড়াশোনা ও প্রতিযোগিতা করত। এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মোটামুটি ভারসাম্য ছিল। কিন্তু সরকারী এক সিদ্ধান্তে ক্যাডেট কলেজে ইংরেজী মিডিয়াম শিক্ষা চালু করার পর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ক্যাডেটের ছাত্রছাত্রীদের একটি দূরত্ব সৃষ্টি হবে। চাকরির বাজার বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতরাই বেশি সুযোগ পাবে। চাকরির বাজারে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষায় শিক্ষিতদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়বে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজধানীর একটি কলেজের অধ্যক্ষ জানান, ইংরেজীকে যদি গুরুত্ব দিতেই হয় তাহলে সাধারণ শিক্ষার সর্বস্তরে ইংলিশ মিডিয়াম চালু হোক। কেবল ক্যাডেট কলেজের জন্য ইংলিশ মিডিয়াম চালু হলে তা শিক্ষায় বৈষম্যের ধারা আরও প্রকট করবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান আমলে সবাই ইংরেজীতে পড়ত এবং পরীক্ষা দিত। ইংরেজী যদি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় তাহলে তা সকলের জন্য করা হোক বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

সূত্র জানায়, ক্যাডেট কলেজে ইংরেজী মাধ্যম চালু হলে পাবলিক পরীক্ষায় বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী প্রশ্নপত্র হবে এবং জবাবও দিতে হবে ইংরেজীতে। কেবল বাংলা ছাড়া ক্যাডেটদের সব বিষয় পড়তে হবে ইংরেজীতে। ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের এক কর্মকর্তা জানান, পাবলিক পরীক্ষায় বিদেশের পরীক্ষাকেন্দ্রের জন্য ইংরেজীতে প্রশ্নপত্র করতে হয়। এখন ক্যাডেট কলেজের জন্য ইংরেজী প্রশ্ন করতে হবে এবং তাতে বোর্ডের খুব একটা সমস্যা হবে না।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন বলেন, ক্যাডেট কলেজগুলো তাদের নিজস্ব নিয়ম-নীতি অনুযায়ী চলে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তাদের তেমন একটা সম্পর্ক নেই। তাই তাদের শিক্ষা কেমন হবে সে ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তেমন কিছু করণীয় নেই।